শামস আল মাআরিফ: একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ -

এর সাধনা, বিষয়বস্তু এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

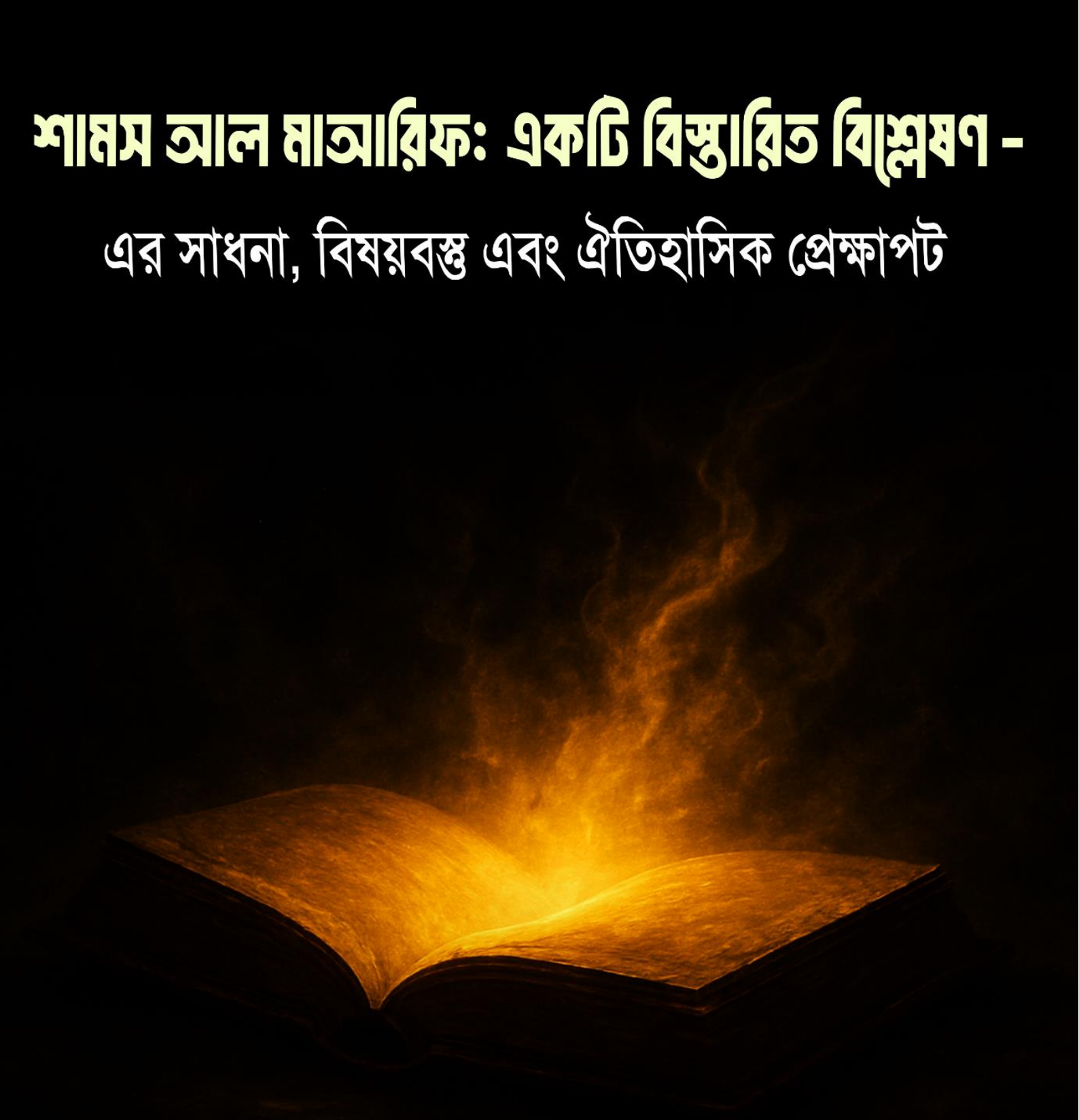

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

শামস আল মাআরিফ: একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ - এর সাধনা, বিষয়বস্তু এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১. ভূমিকা

শামস আল মাআরিফ-এর পরিচিতি: একটি ঐতিহাসিক ও বিতর্কিত গ্রন্থ

"শামস আল মাআরিফ" (জ্ঞানের সূর্য) হলো ১৩শ শতাব্দীর একটি আরবি গ্রিমোয়ার, যা গুপ্তবিদ্যা এবং আধ্যাত্মিক সাধনার উপর রচিত। এটি আহমদ আল-বুনি কর্তৃক রচিত বলে দাবি করা হয় এবং আরবি ও মুসলিম বিশ্বে এটি তার ধরনের সবচেয়ে প্রভাবশালী পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বিবেচিত । এই গ্রন্থটি কেবল একটি আধ্যাত্মিক নির্দেশিকা নয়, বরং এটি গুপ্ত জ্ঞান এবং উচ্চতর আধ্যাত্মিকতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যানুয়াল হিসাবেও পরিচিত ।
তবে, এর ব্যাপক জনপ্রিয়তার পাশাপাশি, "শামস আল মাআরিফ" তার বিতর্কিত প্রকৃতির জন্য কুখ্যাত। ইসলামিক ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় ধরে এটি দমন ও নিষিদ্ধ ছিল । এর বিষয়বস্তু সুফি রহস্যবাদ, জ্যোতিষশাস্ত্র, সংখ্যাতত্ত্ব এবং জিন ও ফেরেশতাদের আহ্বানের মতো গুপ্তবিদ্যার অনুশীলনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই মিশ্রণ এটিকে একদিকে রহস্যবাদী ও গুপ্তবিদ্যা অনুশীলনকারীদের কাছে প্রশংসিত করেছে, অন্যদিকে গোঁড়া ইসলামিক পণ্ডিতদের দ্বারা কঠোরভাবে নিন্দিত হয়েছে, যারা এটিকে জাদুকর্ম এবং ধর্মীয় সীমালঙ্ঘন হিসাবে দেখেছেন ।

প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য হলো "শামস আল মাআরিফ"-এর সাধনা এবং বিষয়বস্তুর একটি গভীর ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদান করা। এটি বইটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, এর রচয়িতা আহমদ আল-বুনি, এর মূল বিষয়বস্তু

ও সাধনা, এবং এর সাথে জড়িত বিতর্ক, সমালোচনা ও বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এর প্রভাব বিশদভাবে আলোচনা করবে। প্রতিবেদনটি একটি নিরপেক্ষ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে বইটির জটিল প্রকৃতি এবং এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তুলে ধরবে, যাতে পাঠক এর ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে পারেন।

২. আহমদ আল-বুনি এবং গ্রন্থের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

লেখক আহমদ আল-বুনি: জীবন, সুফি পরিচয় ও মূল রচনা

আহমদ আল-বুনি (মৃত্যু ১২২৫ খ্রিস্টাব্দ/৬২২ হিজরি) ছিলেন ১৩শ শতাব্দীর একজন সুফি মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক এবং গণিতবিদ । তিনি বর্তমান আলজেরিয়ার বুনাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের বেশিরভাগ সময় মিশরে সুফিবাদ চর্চা করে কাটান, যা ইসলামে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দেয় । আল-বুনি তার জীবদ্দশায় প্রাথমিকভাবে একজন সুফি শিক্ষক হিসাবে পরিচিত ছিলেন, কোনো জাদুকর হিসাবে নয় । তিনি পশ্চিম উত্তর আফ্রিকা (মরক্কো) এবং আন্দালুসিয়ার গভীর অনুমানমূলক সুফি সংস্কৃতি থেকে এসেছিলেন ।
আল-বুনির সময়ে রহস্যবাদ মুসলিম সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তিনি ইবনে আরাবি এবং ইবনে সিনা-এর মতো অন্যান্য মুসলিম পণ্ডিত ও দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাদের সাথে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন । এই রহস্যবাদীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরকে জানা এবং ঐশ্বরিক ঐক্যের আদিম অবস্থায় ফিরে আসা । আল-বুনি এবং তার সমসাময়িকরা সৃষ্টিতত্ত্ব (cosmology) এবং অ্যালকেমি (alchemy) অধ্যয়ন করতেন। তারা নিজেদেরকে জাদুকর হিসাবে দেখতেন না, বরং গোপন জ্ঞানের গবেষক হিসাবে দেখতেন, যা কেবল দীক্ষিতদের মধ্যে প্রচারিত হতো । আহমদ আল-বুনি "শামস আল মাআরিফ" নামে একটি বই লিখেছিলেন, যা মধ্যযুগীয় কিছু সূত্র অনুসারে তার সবচেয়ে বিখ্যাত এবং বহুল প্রচারিত কাজ ছিল । তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, "মানবা'

উসুল আল-হিকমাহ" (Manba' Usul al-Hikmah), কে "শামস আল মাআরিফ"-এর সহযোগী গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয় ।

গ্রন্থের উৎপত্তি ও বিবর্তন: মূল পাণ্ডুলিপি থেকে বর্তমান সংকলন

আধুনিক "শামস আল মাআরিফ" যা বর্তমানে প্রচলিত, তা আহমদ আল-বুনির মূল কাজের থেকে ভিন্ন। এটি একটি জ্ঞানকোষীয় সংকলন, যা বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে একত্রিত করা হয়েছে। এর মধ্যে আল-বুনির খাঁটি কাজের অংশ এবং পরবর্তী লেখকদের দ্বারা সংযোজন (interpolations) রয়েছে । আব্দুল রহমান আল-বিস্তামি, যিনি আল-বুনির কাজের একজন প্রধান ভাষ্যকার এবং একজন বিখ্যাত গুপ্তবিদ্যা অনুশীলনকারী ছিলেন, তাকে আধুনিক "শামস আল মাআরিফ"-এর কিছু অংশের রচয়িতা বলে মনে করা হয় ।
বইটির পাঠ্য ইতিহাস বেশ জটিল। মূলত, মুদ্রণযন্ত্র আসার আগে, "শামস আল মাআরিফ"-এর তিনটি স্বাধীন সংস্করণ প্রচলিত ছিল, যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য ভিন্ন ছিল । সময়ের সাথে সাথে, এটি বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪০টি অধ্যায় দীর্ঘ একটি সংকলনে পরিণত হয়েছে । এই বিবর্তনের কারণে, বর্তমানে বইটির কোনো একক, সুনির্দিষ্ট সংস্করণ বিদ্যমান নেই । এটি আল-বুনির মূল অভিপ্রায় এবং বইটির বর্তমান জনপ্রিয় ধারণার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি করে।

ইসলামী গুপ্তবিদ্যা ও সুফিবাদের সাথে সম্পর্ক

"শামস আল মাআরিফ" সুফি ঐতিহ্যের উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। এটি ফানা (Unio Mystica, ঈশ্বরের সাথে একত্ব) এবং ধিকর (আল্লাহর স্মরণ) এর মতো সুফি ধারণাগুলিকে এর সাধনার ভিত্তি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে । বইটির মূল লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং ঈশ্বরের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন, যা সুফিবাদের একটি মৌলিক দিক । আল-বুনি বিশ্বাস করতেন যে, তার কাজ গুপ্ত জ্ঞান অন্বেষণের একটি মাধ্যম, যা সুফিদের আধ্যাত্মিক যাত্রায় সহায়তা করবে ।

বইটি মূলত সুফি আদেশের দীক্ষিতদের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল, সাধারণ মানুষের জন্য নয় । ধারণা করা হয় যে, এই জ্ঞান কেবল তাদের মধ্যেই প্রচারিত হওয়া উচিত যারা আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত এবং এর গভীর অর্থ বুঝতে সক্ষম। এটি বইটির গোপনীয় প্রকৃতি এবং এর সাথে জড়িত বিতর্কগুলির কারণগুলির মধ্যে একটি।

গ্রন্থের খ্যাতি এবং রচয়িতার উদ্দেশ্যর মধ্যে বিচ্যুতি

আহমদ আল-বুনি তার জীবদ্দশায় মূলত একজন সুফি শিক্ষক ও পণ্ডিত হিসাবে পরিচিত ছিলেন, কোনো জাদুকর হিসাবে নয় । তার মূল কাজটি, যদিও এতে ব্যবহারিক গুপ্তবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল, সুফিদের একটি নির্দিষ্ট, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল । এই তথ্যের বিপরীতে, আধুনিক "শামস আল মাআরিফ" একটি সংকলিত কাজ, যা আল-বুনির মৃত্যুর পর বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন লেখকের সংযোজন দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি এখন "বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক বই" হিসাবে পরিচিত ।

এই তথ্যের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিচ্যুতি বিদ্যমান। আল-বুনির মৃত্যুর পর তার লেখার মৌখিক ও লিখিত প্রচার, এবং পরবর্তীতে অন্যান্য লেখকদের দ্বারা তার কাজের সাথে সংযোজন ও সংকলন, বইটির বিষয়বস্তু এবং আল-বুনির প্রতি জনমানসের ধারণাকে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন করেছে। মূল উদ্দেশ্য ছিল সুফি আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান, কিন্তু সংকলিত সংস্করণটি জাদুকর্ম ও বিপদজনক অনুশীলনের একটি ম্যানুয়াল হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর ফলে আল-বুনির ব্যক্তিগত পরিচয় (সুফি শিক্ষক) এবং বইটির বর্তমান কুখ্যাতি (জাদুর বই) এর মধ্যে একটি বড় পার্থক্য তৈরি হয়েছে। এটি দেখায় কিভাবে একটি পাঠ্যের ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং জনপ্রিয়তা তার মূল উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে যেতে পারে এবং একটি নতুন, প্রায়শই বিতর্কিত, পরিচয় তৈরি করতে পারে।

Table 2: আহমদ আল-বুনি-এর মূল কাজ বনাম আধুনিক শামস আল মাআরিফ-এর পার্থক্য

"শামস আল মাআরিফ"-এর জটিল পাঠ্য ইতিহাসকে স্পষ্ট করার জন্য এবং আহমদ আল-বুনির মূল অভিপ্রায় ও বর্তমান প্রচলিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে এই সারণীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি পাঠককে প্রচলিত ধারণাগুলির বাইরে গিয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে একটি সূক্ষ্ম এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

বৈশিষ্ট্য	আহমদ আল-বুনির মূল কাজ (সম্ভাব্য)	আধুনিক শামস আল মাআরিফ (প্রচলিত সংস্করণ)
রচয়িতার প্রাথমিক পরিচয়	সুফি শিক্ষক ও পণ্ডিত	জনপ্রিয়ভাবে জাদুকর হিসাবে পরিচিত
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পাঠক	সুফি আদেশের দীক্ষিত, শিক্ষিত সম্প্রদায়	সাধারণ মানুষ ও গুপ্তবিদ্যা অনুশীলনকারী
বিষয়বস্তুর পরিধি	বর্ণ ও সংখ্যার বিজ্ঞান, সৃষ্টিতত্ত্ব, অধিবিদ্যা সংক্রান্ত নীতি, ব্যবহারিক গুপ্তবিদ্যা	জ্ঞানকোষীয় সংকলন, জাদুকর্ম, জিন ও শয়তান আহ্বান, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাবিজ তৈরি
দৈর্ঘ্য ও সংস্করণ	তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট কাজ	প্রায় ৪০ অধ্যায় দীর্ঘ, একাধিক সংস্করণ প্রচলিত
রচয়িতা	মূলত আহমদ আল-বুনি	আল-বুনি এবং পরবর্তী লেখকদের (যেমন আব্দুল রহমান আল-বিস্তামি) সংযোজন ও সংকলন
খ্যাতি	তার সময়ে পণ্ডিত মহলে গৃহীত, কম বিতর্কিত	"বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক বই" হিসাবে

বৈশিষ্ট্য	আহমদ আল-বুনির মূল কাজ (সম্ভাব্য)	আধুনিক শামস আল মাআরিফ (প্রচলিত সংস্করণ)
		কুখ্যাত, বহুলাংশে নিষিদ্ধ ও নিন্দিত

৩. শামস আল মাআরিফ-এর মূল বিষয়বস্তু ও সাধনা

"শামস আল মাআরিফ" বিভিন্ন ধরনের গুপ্ত ও আধ্যাত্মিক সাধনা এবং বিষয়বস্তু নিয়ে গঠিত, যা ইসলামিক রহস্যবাদ, জ্যোতিষশাস্ত্র, সংখ্যাতত্ত্ব এবং জাদুকর্মের উপাদানগুলিকে একত্রিত করে। এই সাধনাগুলি একটি জটিল সৃষ্টিতাত্ত্বিক কাঠামোর অংশ হিসাবে উপস্থাপিত হয়, যেখানে ঐশ্বরিক শক্তি, মহাজাগতিক গতিবিধি, ভাষাগত কাঠামো এবং আধ্যাত্মিক সত্তাগুলি পরস্পর সংযুক্ত।

বর্ণ ও সংখ্যার বিজ্ঞান (ইলম আল-হুরুফ ও সংখ্যাতত্ত্ব)

আল-বুনির লেখার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হলো বর্ণ ও সংখ্যার বিজ্ঞান, যা 'ইলম আল-হুরুফ' নামে পরিচিত । এই বিশ্বাস অনুসারে, সংখ্যা এবং বিদ্যমান প্রতিটি জিনিসের মধ্যে একটি ঐশ্বরিক বা রহস্যময় সম্পর্ক রয়েছে । বইটির প্রথম দুটি অধ্যায়ে অক্ষর এবং সংখ্যার গোপন রহস্য এবং তাদের লুকানো অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে । আরবি বর্ণমালার অক্ষর এবং তাদের জাদুকরী ক্ষমতা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে । বিশেষ করে, আবজাদ (Abjad) পদ্ধতি, যা আরবি সংখ্যাতত্ত্বের একটি রূপ, এই বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । আল-বুনি দাবি করেন যে, কুরআনের আয়াতগুলির গোপন রহস্যগুলি এর অক্ষরগুলির মধ্যেই নিহিত ।

যাদু বর্গ এবং তাদের ব্যবহার

বইটির প্রাথমিক অধ্যায়গুলিতে যাদু বর্গ (Magic Squares) এবং সংখ্যা ও অক্ষরের সমন্বয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা জাদুকরী প্রভাব ফেলে বলে বিশ্বাস করা হয় । এই যাদু বর্গগুলি আধ্যাত্মিক সত্তা আহ্বান এবং সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় । এগুলি প্রায়শই আল্লাহর ৯৯টি নামের (আসমাউল হুসনা) উপর ভিত্তি করে জটিল সংখ্যাতাত্ত্বিক সূত্র ব্যবহার করে তৈরি করা হয় । বইটিতে 'সাতর আল-জলজালাতি' (Satr al-Jaljaluti) নামক একটি বিখ্যাত যাদু বর্গের বর্ণনা রয়েছে, যা সুরক্ষা এবং আধ্যাত্মিক সত্তা আহ্বানে অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করা হয় । এছাড়াও, ক্রিপ্টোগ্রাম (cryptograms) এবং 'আলোর প্রমাণ' (evidences of Light) এর মতো জটিল প্রতীকী উপস্থাপনাও বইটিতে বিদ্যমান ।

জ্যোতির্বিজ্ঞান, চন্দ্র পর্যায় এবং রাশিচক্রের প্রভাব

"শামস আল মাআরিফ" চন্দ্র পর্যায় এবং ১২টি রাশিচক্রের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে, যা মানুষের জীবন, ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করতে পারে । বইটিতে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সময়, চন্দ্রের মঞ্জিল (Lunar Mansions) এবং গ্রহের বিষয়গুলি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । এটি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে গ্রহের অবস্থান বিভিন্ন জাদুকরী ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে । আরবি বর্ণমালার ২৮টি অক্ষর এবং চন্দ্রের ২৮টি মঞ্জিলের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক এবং তাদের প্রয়োগও এতে উল্লেখ করা হয়েছে ।

জিন, ফেরেশতা এবং আত্মাদের আহ্বান ও নিয়ন্ত্রণ

বইটির একটি প্রধান অংশ হলো জিন, ফেরেশতা এবং আত্মাদের আহ্বান ও নিয়ন্ত্রণ। এটি জাদুকর বা সরদারদের জন্য শক্তিশালী জিন এবং অন্যান্য অতিপ্রাকৃত সত্তাকে আহ্বান ও নিয়ন্ত্রণ করার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয় । বইটিতে জিনদের আহ্বান করার গোপন উপায় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে ।

এতে ফেরেশতা এবং ভালো জিনদের আহ্বান করার পদ্ধতিও বর্ণিত হয়েছে, তবে খারাপ জিনদের আহ্বান করার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে । আল-বুনির মতে, সাতজন প্রধান ফেরেশতা এবং সাতজন জিন রাজা উচ্চতর রাজ্যে বাস করেন, যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব দিন এবং জ্যামিতিক আকার রয়েছে। এই জিন রাজারা একটি গ্রহ বা নক্ষত্রের উপর শাসন করেন এবং পৃথিবীতে তাদের অনেক শক্তিশালী সেবক রয়েছে, যারা প্রায়শই আফরিত, মারিদ এবং শয়তান হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ হয় এবং আহ্বানের সময় কালো বিড়াল, সাপ বা কুকুরের মতো প্রাণীর রূপ ধারণ করে ।

তাবিজ ও মাদুলি তৈরি

বইটিতে বিভিন্ন ধরনের তাবিজ (talismans) এবং মাদুলি (amulets) তৈরি করার বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে । এই তাবিজগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন: ক্ষতি, অসুস্থতা এবং মন্দ থেকে সুরক্ষা ; সম্পদ ও ভাগ্য আকর্ষণ ; নিরাময়, উর্বরতা এবং আরাম প্রদান ; এবং প্রেম ও রোম্যান্স আকর্ষণ । এই তাবিজগুলি তৈরি করার জন্য আল্লাহর নাম এবং সংখ্যাতত্ত্বের মতো গুপ্তবিদ্যার অনুশীলনগুলি ব্যবহার করা হয় । তাবিজ তৈরির জন্য নির্দিষ্ট জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিন্যাস এবং প্রতীকী ভাষা ব্যবহার করার নির্দেশনাও এতে রয়েছে ।

আল্লাহর ৯৯ নাম (আসমাউল হুসনা) এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োগ

"শামস আল মাআরিফ" আল্লাহর ৯৯টি নামের (আসমাউল হুসনা) গোপন বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে । আল-বুনি দাবি করেন যে, এই ঐশ্বরিক নামগুলির আহ্বান কুরআনের ইতিহাসে অলৌকিক ঘটনাগুলির কারণ ছিল, যেমন মৃতকে জীবিত করা এবং ঈসা ও মূসা (আঃ)-এর সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলার ক্ষমতা । বইটিতে ঐশ্বরিক নাম এবং গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য রয়েছে, যার মধ্যে "আল্লাহর সর্বশক্তিমান নাম" (আল-ইসম আল-আ'জাম) বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য । এই নামগুলির মাধ্যমে মূসা (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েছিলেন এবং ঈসা (আঃ) মৃতদের জীবিত করেছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে ।

কুরআনের আয়াত, নবীদের অলৌকিক ঘটনা এবং উচ্চতর জ্ঞান

বইটিতে কুরআনের আয়াতগুলির গোপন রহস্য এবং নবীদের অলৌকিক ঘটনাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । "শামস আল মাআরিফ" কুরআন এবং আরবি ভাষাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দেয়। এটি বলে যে, "প্রত্যেক [ধর্মীয়] সম্প্রদায়ের রহস্য তার কিতাবে নিহিত এবং আল্লাহর কিতাবের রহস্য তার অক্ষরগুলির (আল-হুরুফ) মধ্যে নিহিত" । এটি আরও ব্যাখ্যা করে যে, কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত আইনকে রহিত করেছে এবং এর অক্ষরগুলি আরবি। বইটিতে দাবি করা হয়েছে যে, আরবির মধ্যেই পূর্বে প্রকাশিত সমস্ত পবিত্র কিতাব ও স্ক্রলের রহস্য রয়েছে ।

অন্যান্য গুপ্ত ও আধ্যাত্মিক সাধনা

বইটিতে আধ্যাত্মিক সৃষ্টিতত্ত্ব , বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী (যেমন জিয়োম্যান্সি, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা) এবং মানসিক ক্ষমতা (যেমন ক্লিয়ারভয়েন্স ও ক্লিয়ারঅডিয়েন্স) বিকাশের দাবিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । এই সাধনাগুলির জন্য আধ্যাত্মিক শুদ্ধিকরণ এবং ধিকর (আল্লাহর স্মরণ) এর গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । বইটিতে ইহুদি ঐতিহ্য (ইসরাঈলিয়াত) এবং 'সেফের হা-রাজিম' (Sepher Ha-Razim) এর মতো গ্রন্থগুলির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে এর ফেরেশতাতাত্ত্বিক নাম এবং অনুশীলনে ।

সাধনার আন্তঃসম্পর্ক এবং অন্তর্নিহিত সৃষ্টিতাত্ত্বিক কাঠামো

"শামস আল মাআরিফ"-এ বর্ণিত সাধনাগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি গভীর আন্তঃসংযুক্ত ব্যবস্থার অংশ। উদাহরণস্বরূপ, বর্ণ ও সংখ্যার বিজ্ঞান (ইলম আল-হুরুফ) একটি মৌলিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে , যা

যাদু বর্গ এবং তাবিজ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয় । এই উপাদানগুলি প্রায়শই জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সময় এবং ঐশ্বরিক নামগুলির বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সংযুক্ত থাকে । জিন এবং ফেরেশতাদের আহ্বানও এই সংখ্যাগত, ভাষাগত এবং মহাজাগতিক নীতিগুলির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। এই সংযোগগুলি একটি পরিশীলিত সৃষ্টিতাত্ত্বিক মডেলের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে ঐশ্বরিক শক্তি, মহাজাগতিক গতিবিধি, ভাষাগত কাঠামো এবং আধ্যাত্মিক সত্তাগুলি সবই একটি ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থার অংশ, যা সুনির্দিষ্ট জ্ঞান এবং আচারের মাধ্যমে প্রভাবিত হতে পারে। এর অর্থ হলো, বইটিতে বর্ণিত "যাদু" কেবল নির্বিচার নয়, বরং মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট, যদিও রহস্যময়, উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে গঠিত।

জ্ঞানের দ্বৈত প্রকৃতি এবং ক্ষমতার প্রয়োগ

বইটির শিরোনাম, "জ্ঞানের সূর্য" (শামস আল মাআরিফ), স্পষ্টভাবে "জ্ঞান" (মাআরিফ) কে নির্দেশ করে । বর্ণিত সাধনাগুলির লক্ষ্য হলো "আধ্যাত্মিক উপলব্ধি" , "উচ্চতর জ্ঞান" , "রহস্যময় জ্ঞান" এবং "মহাবিশ্বকে বোঝা" । তবে, অনেক সাধনা "অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা" প্রদান করে বা সম্পদ, প্রেম বা অন্যদের উপর নিয়ন্ত্রণের মতো ব্যবহারিক ফলাফলের জন্য ব্যবহৃত হয় । এই দ্বৈত প্রকৃতি থেকেই বইটির বিতর্ক সৃষ্টি হয়: এটি কি ঐশ্বরিক জ্ঞানের একটি নির্দেশিকা নাকি নিষিদ্ধ জাদুর একটি ম্যানুয়াল? পাঠ্যটি নিজেই এই দুটি ধারণার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে, যেখানে ঐশ্বরিক নাম এবং মহাজাগতিক নীতিগুলির "জ্ঞান" সরাসরি প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতার দিকে পরিচালিত করে। এটি এমন একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দেয় যেখানে আধ্যাত্মিক বোঝাপড়া কেবল ধ্যানমূলক নয়, বরং সহজাতভাবে সক্রিয় এবং রূপান্তরকারী, যা গোঁড়া দৃষ্টিকোণ থেকে "রহস্যবাদ" এবং "যাদু"-এর মধ্যেকার সীমানাকে অস্পষ্ট করে তোলে।

Table 1: শামস আল মাআরিফ-এর মূল সাধনা ও তাদের উদ্দেশ্য

এই সারণীটি বইটিতে বর্ণিত বিভিন্ন সাধনা এবং তাদের উদ্দেশ্যগুলির একটি স্পষ্ট ও কাঠামোগত চিত্র প্রদান করে, যা জটিল তথ্যকে সহজবোধ্য করে তোলে এবং রহস্যময় জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগগুলিকে তুলে ধরে।

সাধনা (Practice)	উদ্দেশ্য (Purpose)
বর্ণ ও সংখ্যার বিজ্ঞান (ইলম আল-হুরুফ)	গুপ্ত অর্থ উন্মোচন, ঐশ্বরিক সম্পর্ক স্থাপন, সৃষ্টিকে প্রভাবিত করা
যাদু বর্গ	আধ্যাত্মিক সত্তা আহ্বান, সুরক্ষা, বস্তু প্রভাবিত করা, লুকানো জ্ঞান অর্জন
জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চন্দ্র পর্যায়	ভাগ্য, ভবিষ্যৎ প্রভাবিত করা, সঠিক সময় নির্ধারণ, জাগতিক ঘটনা প্রভাবিত করা
জিন, ফেরেশতা ও আত্মা আহ্বান	মানব ও প্রাণী নিয়ন্ত্রণ, গুপ্তধন খুঁজে বের করা, নিরাময়, প্রেম আকর্ষণ
তাবিজ ও মাদুলি তৈরি	সুরক্ষা, সম্পদ, নিরাময়, উর্বরতা, আরাম, প্রেম আকর্ষণ
আল্লাহর ৯৯ নাম (আসমাউল হুসনা)	অলৌকিক ঘটনা ঘটানো, উচ্চতর জ্ঞান অর্জন, আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ
আধ্যাত্মিক শুদ্ধিকরণ ও ধিকর	আত্ম-উপলব্ধি, ঐশ্বরিক সান্নিধ্য, আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি

৪. বিতর্ক, সমালোচনা ও প্রভাব

"শামস আল মাআরিফ" তার বিষয়বস্তু এবং কথিত অনুশীলনের কারণে ইসলামিক বিশ্বে ব্যাপক বিতর্ক ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। এর প্রভাব কেবল আধ্যাত্মিক বা গুপ্তবিদ্যার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও গভীর ছাপ ফেলেছে।

ইসলামী পণ্ডিতদের দ্বারা সমালোচনা

"শামস আল মাআরিফ" কে বহু ইসলামী পণ্ডিত "সিহর" (যাদু) হিসাবে নিন্দা করেছেন, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । ১৪শ শতাব্দীর মধ্যেই ইবনে খালদুন এবং ইবনে তাইমিয়াহ-এর মতো প্রখ্যাত পণ্ডিতরা আল-বুনি এবং তার সমসাময়িক ইবনে আরাবিকে ধর্মদ্রোহী (heretics) ঘোষণা করেছিলেন, তাদের কাজকে "সিহর" বা যাদু বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । বইটির বিরুদ্ধে জাদুকর্ম, কালো যাদু, শিরক (আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন) এবং বহু-ঈশ্বরবাদের অভিযোগ আনা হয়েছে । কিছু সমালোচক বইটির মধ্যে একটি স্ব-বিরোধিতা লক্ষ্য করেছেন: যদিও কিছু সংস্করণে লেখক নিজেই এর বিষয়বস্তু অনুশীলনের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন, তবুও তিনি "মন্দ" অনুশীলনগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যা এই সতর্কতাকে অর্থহীন করে তোলে ।

নিষিদ্ধকরণ ও দমনের ইতিহাস

"শামস আল মাআরিফ" ইসলামিক ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় ধরে দমন ও নিষিদ্ধ ছিল । ১৯৮৫ সালে বৈরুতে এর প্রথম আধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর সৌদি আরব সরকার বইটি নিষিদ্ধ করে । সৌদি আরবের সিনিয়র স্কলারদের কাউন্সিল এবং স্থায়ী কমিটি ফর স্কলারলি রিসার্চ অ্যান্ড ইফতা-এর সদস্য ইবনে জিবরিন "শামস আল মাআরিফ" সহ নির্দিষ্ট কিছু বই নিষিদ্ধ করার ফতোয়া জারি করেছিলেন ।

জনপ্রিয় বিশ্বাস, শহুরে কিংবদন্তি এবং কথিত বিপদ

বইটি "বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক বই" হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে । এর চারপাশে অসংখ্য শহুরে কিংবদন্তি তৈরি হয়েছে, যেখানে দাবি করা হয় যে, যারা বইটি পড়েছে বা এর অনুশীলন করার চেষ্টা করেছে, তারা গুরুতর সমস্যায় পড়েছে, মন্দ আত্মাদের ডেকে এনেছে বা ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে । কিছু গল্পে বইটির সাথে পারিবারিক ট্র্যাজেডির সংযোগের কথাও বলা হয়েছে । বইটিতে এমন সতর্কবাণীও

রয়েছে যে, এটি এমন একটি "নতুন জগত" উন্মোচন করতে পারে যা মানুষের পক্ষে প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব নয়, যা ভয় এবং অনুশোচনার কারণ হতে পারে । যাদুর অস্তিত্ব নিয়েও ভিন্ন মত রয়েছে: কেউ কেউ যুক্তি দেন যে যাদু বলে কিছু নেই এবং বইটি দুর্বলদের শোষণ করে, আবার কেউ কেউ কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে যাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন ।

আধুনিক ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে প্রভাব

এর বিতর্কিত খ্যাতি সত্ত্বেও, "শামস আল মাআরিফ" আজও পঠিত ও চর্চিত হয় । কিছু সুফি আদেশ, যেমন নকশবন্দি-হাক্কানি আদেশ, এটিকে সঠিকভাবে বোঝা গেলে এর আধ্যাত্মিক মূল্যকে স্বীকৃতি দেয় । বইটি উর্দু, তুর্কি, ইন্দোনেশীয় এবং স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে, যা এর ব্যাপক সাংস্কৃতিক প্রভাবের ইঙ্গিত দেয় । এটি শায়খিজম এবং বাব-এর লেখার উপরও প্রভাব ফেলেছে । তবে, এর একটি অত্যন্ত নেতিবাচক আধুনিক প্রভাব হলো, এটি "অর্ডার অফ নাইন অ্যাঙ্গেলস" (Order of Nine Angles) নামক একটি সন্ত্রাসী শয়তানি সংগঠনের দ্বারা তাদের প্রভাবের উৎস হিসাবে গৃহীত হয়েছে । এছাড়াও, ২০২০ সালের একটি সৌদি কমেডি চলচ্চিত্রে "শামস আল মাআরিফ" কে চিত্রিত করা হয়েছে, যেখানে এর নামটি গুপ্তবিদ্যার সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ।

ব্যাপক নিন্দার মধ্যেও স্থায়ী জনপ্রিয়তার বৈপরীত্য

"শামস আল মাআরিফ" এর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এটি গোঁড়া পণ্ডিতদের দ্বারা ব্যাপকভাবে নিন্দিত হওয়া এবং বহু ইসলামিক দেশে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এর জনপ্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে । এই বৈপরীত্য সমাজের নির্দিষ্ট কিছু অংশে রহস্যময় জ্ঞানের প্রতি একটি অবিচ্ছিন্ন চাহিদা নির্দেশ করে। সম্ভবত এর কার্যকারিতার প্রতি বিশ্বাস বা "লুকানো জ্ঞান" অর্জনের আকাঙ্ক্ষা এই জনপ্রিয়তার কারণ। কিছু সুফি আদেশ এখনও এর আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয়, যা ইসলামিক

চিন্তাধারার মধ্যে গ্রহণযোগ্য আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সীমানা নিয়ে একটি চলমান অভ্যন্তরীণ বিতর্কের ইঙ্গিত দেয় । এই তথ্যের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বইটি অদেখা এবং প্রচলিত উপায়গুলির বাইরে প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে মানুষের গভীর কৌতূহলকে স্পর্শ করে, যা এটিকে আনুষ্ঠানিক দমন সত্ত্বেও টিকে থাকতে সাহায্য করেছে।

পরিবর্তিত আখ্যান এবং "বিপজ্জনক" খ্যাতি

আহমদ আল-বুনি নিজেই একজন সুফি শিক্ষক ছিলেন এবং তার মূল কাজটি, যদিও এতে গুপ্তবিদ্যা ছিল, তা কেবল জ্ঞানীদের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল । তবে, বইটির "বিপজ্জনক" এবং "অভিশপ্ত" খ্যাতি সম্ভবত এর দীর্ঘতর, সংযোজিত সংস্করণগুলির ব্যাপক প্রসারের সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে । এর সাথে শহুরে কিংবদন্তিগুলির উত্থান এবং বিশেষ করে ১৯ নম্বর অধ্যায়ে "জাদুকর্মের চূড়ান্ত নির্দেশিকা" অন্তর্ভুক্তির মতো বিষয়গুলি এর মূল বিষয়বস্তু থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই তথ্যের মাধ্যমে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক স্পষ্ট হয়: পাঠ্যটির সম্প্রসারণ এবং জনপ্রিয়তা, যা এটিকে একটি বিশেষায়িত পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ থেকে একটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত গ্রিমোয়ারে পরিণত করেছে, এর বিতর্কিত উপাদানগুলিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং নিষিদ্ধ যাদু ও নেতিবাচক পরিণতির সাথে এর সংযোগ ঘটিয়েছে। সুফি রহস্যময় পাঠ্য থেকে একটি জনসাধারণের "বিপজ্জনক বই"-এ এই রূপান্তরটি দেখায় যে, কীভাবে পাঠ্য বিবর্তন এবং সামাজিক গ্রহণ একটি কাজের অনুভূত প্রকৃতি এবং প্রভাবকে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন করতে পারে।

৫. উপসংহার

"শামস আল মাআরিফ" হলো একটি জটিল, ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী গ্রিমোয়ার, যার সুফি উৎস এবং গুপ্ত সাধনার এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। আহমদ আল-বুনি নামক একজন সুফি পণ্ডিতের মূল কাজ থেকে এর যাত্রা শুরু হলেও, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটি বিভিন্ন

লেখকের সংযোজন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি সংকলিত রূপ ধারণ করেছে। এর ফলস্বরূপ, আল-বুনির মূল উদ্দেশ্য – আধ্যাত্মিক জ্ঞান অন্বেষণ – এবং বইটির বর্তমান কুখ্যাতি – একটি বিপজ্জনক জাদুর ম্যানুয়াল – এর মধ্যে একটি স্পষ্ট বিচ্যুতি তৈরি হয়েছে।

এই গ্রন্থটি আরবি ও মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত প্রভাবশালী হিসাবে বিবেচিত হয় । গুপ্তবিদ্যার ইতিহাস এবং ইসলামিক রহস্যবাদের বিবর্তন বোঝার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস । "শামস আল মাআরিফ"-এর সাধনাগুলি, যেমন বর্ণ ও সংখ্যার বিজ্ঞান, যাদু বর্গ, জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা, জিন ও ফেরেশতা আহ্বান এবং তাবিজ তৈরি, একটি সুসংগঠিত সৃষ্টিতাত্ত্বিক কাঠামোর অংশ হিসাবে উপস্থাপিত হয়, যেখানে জ্ঞান এবং ক্ষমতা পরস্পর সংযুক্ত।

তবে, এর আধ্যাত্মিক গভীরতা এবং কিছু সুফি আদেশের দ্বারা এর সম্ভাব্য মূল্যের স্বীকৃতি সত্ত্বেও, বইটি গোঁড়া ইসলামিক পণ্ডিতদের দ্বারা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এটিকে "সিহর" বা যাদু হিসাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং বহু ইসলামিক দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । এর চারপাশে গড়ে ওঠা শহুরে কিংবদন্তি এবং কথিত বিপদগুলি এর বিতর্কিত খ্যাতিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

সংক্ষেপে, "শামস আল মাআরিফ" একটি বহুমুখী গ্রন্থ যা ইসলামিক চিন্তাধারার মধ্যে রহস্যবাদ, যাদু এবং ধর্মীয় ব্যাখ্যার জটিল সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। এটি একদিকে আধ্যাত্মিক সাধকদের জন্য জ্ঞানের উৎস, অন্যদিকে গোঁড়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ এবং বিপজ্জনক। এর স্থায়ী জনপ্রিয়তা, ব্যাপক নিন্দার মধ্যেও, মানুষের অদেখা জগত এবং অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার প্রতি গভীর কৌতূহলের প্রমাণ বহন করে।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"

(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732